২৫-০৭-১৭ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের সৌভাগ্যশালী বানাতে, সৌভাগ্যশালী অর্থাত্ স্বর্গের মালিক, তোমাদেরও কর্তব্য সবাইকে নিজসম বানানো"

প্রশ্নঃ - সবচেয়ে নম্বর ওয়ান কনফারেন্স কী এবং কখন হয় ?

উত্তরঃ - সঙ্গমে আত্মা এবং পরমাত্মার মিলনই নম্বর ওয়ান কনফারেন্স । যখন এই কনফারেন্স হয় তখন আত্মাদের পরমাত্মার থেকে মুক্তি ও জীবনমুক্তির বরসা প্রাপ্ত হয় । একেই প্রকৃত কুম্ভ বলা হয় । এই কুম্ভমেলা ফার্স্টক্লাস কনফারেন্স । এই কনফারেন্সের পর, আরও কোনো কনফারেন্স, যজ্ঞ, তপ ইত্যাদি হয়না ।

গীতঃ- মাগো, তুমি ভাগ্যদায়িনী মা আমাদের !

ওম্ শান্তি । তোমরা বাচ্চারা মহিমার গীত শুনেছ । বাচ্চারা তোমরা জানো, ভক্তি মার্গে পাস্টে যা হয়ে গেছে তারই মহিমা হয় । জগত্ অম্বারও মহিমা গাওয়া হয় - তুমিই ভাগ্য বিধাতা । এখন এটা হলো ভক্তি আর মহিমা । তোমরা ভক্তি আর মহিমা করতে পারোনা । তোমরা জানো যে, সৌভাগ্যবিধাতা একমাত্র বাবা । ভাগ্যবিধাতা বা সৌভাগ্যবিধাতা একই, দ্বিতীয় কেউ নয় । একমাত্র এই সময়েই তোমরা এটা জানতে পারো । তারা শুধু ভক্তি করে, মহিমা গায় । এখন আমরা তো ভক্ত নই । আমরা তো হয়ে গেছি ভগবানের বাচ্চা । কিভাবে শ্রীমতানুসারে ভাগ্য বা সৌভাগ্য বানানো যায়, কিভাবে নিজেকে ভাগ্যশালী অথবা সৌভাগ্যশালী বানানো যায় তা' নির্ভর করে প্রত্যেকের নিজ নিজ পুরুষার্থের ওপর । এই সময় তোমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্যে পুরুষার্থ করছ । তোমরা এটা জানো, সব বাচ্চাকেই এক বাবার থেকে সম্পত্তির বরসা নিতে হবে । তোমরা হলে ভাগ্যশালী বা সৌভাগ্যশালী অথবা সৌভাগ্যবিধাতা কারণ তোমরা মা -বাবার বাচ্চা । তোমাদেরও এই কর্তব্য, প্রত্যেক মানুষকে ভাগ্যশালী, সৌভাগ্যশালী বানানো । সৌভাগ্যশালী হওয়া অর্থাত্ স্বর্গের মালিক হওয়া । যে একশো ভাগ সৌভাগ্যশালী সে স্বর্গের মালিক হয়, কিন্তু এটাও নম্বর ক্রমানুসারে হয় । যারা সূর্যবংশী তাদের সৌভাগ্যশালী বলা যাবে । ত্রেতায় দু'কলা কমে যায়, সেই কারণে তাকে স্বর্গ বলা যাবেনা ; সূর্যবংশী বলা যাবেনা । বাচ্চারা তোমরা জানো আমাদের একশো ভাগ সৌভাগ্যশালী হতে হবে । সূর্যবংশীতে প্রিন্স প্রিন্সেস হতে হবে । এটা ঈশ্বরীয় কলেজ । ঈশ্বর বিশ্ব-রচয়িতা । এটাই বিশ্ব-মালিক হওয়ার কলেজ । ঈশ্বর আমাদের পড়ান, বলেন, আমি তোমাদের পড়াই । আমি তোমাদের মহারাজাদের মহারাজা, রাজেন্দ্র বানাই । কিন্তু এই রাজেন্দ্র হওয়া, কিভাবে তোমরা পড়ছ তার ওপর নির্ভর করে । যে যেমন পড়ে, সে অন্যকেও তেমন পড়াতে পারবে সেইরকমই সৌভাগ্যশালী বানাতে পারবে । বাচ্চারা এটাই তোমাদের কাজ । এক শিববাবাই তোমাদের পড়ান । বাকি সবাই - ব্রহ্মা, সরস্বতী এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ বাচ্চারা, সবাই পড়ে । তোমরা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরা জানো যে, আমরা আবারও একবার দেবী-দেবতা হবো । এই সময়ে ভারতের কোনো ধর্ম নেই । দেবতা ধর্ম বলে কিছুই জানেনা । ধর্মকে না জানলে ধরে নেওয়া হবে ই-রিলিজিয়াস । ধর্মের শক্তি আছে । সত্যযুগে যখন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিলো তখন অপার সুখ ছিলো । এখন কলিযুগ । পুরুষার্থ করে সত্যযুগে যেতে হবে । জীবনমুক্ত হতে হবে; জীবনবন্ধন ত্যাগ করতে হবে । স্বর্গের স্মরণ করতে হবে । স্মরণ বা যোগ যাই বলো দুটোই এক । যোগকে বলা হয় কম্যুনিয়ন (আলাপ) । তোমাদের

যোগ একমাত্র শিববাবার সাথে । শিববাবা বিনা অন্য কারও সাথে কম্যুনিয়ন হয়ই না । সুতরাং তাঁকেই স্মরণ করো । বাবা তুমি কত মিষ্টি ! আমাদের তো না ছিলো মন আর নাই ছিলো অনুভূতি, কিন্তু বাবা ! তুমি আশ্চর্য্য করেছ, আমাদের স্বর্গের বাদশাহী দিচ্ছ । যে কোনো অবস্থাতেই বাবাকে তোমাদের স্মরণ করতে হবে অর্থাত্ কম্যুনিয়ন করতে হবে । বাবাকে স্মরণ করো, বাবার সাথেই কথা বলো; সবার কম্যুনিয়ন বাবার সাথে । যখন কোনো সমস্যা উপস্থিত হয় তখন বলে, হে ভগবান এর আয়ু বাড়িয়ে দাও, আর্জি আমাদের মর্জি বাবা তোমার । তাহলে এটাতো কম্যুনিয়নই হলো, তাই না ! এই স্মরণের যাত্রা একবারই হয়, যখন বাবা এসে তোমাদের শেখান আর সব কম্যুনিয়ন, মানুষ মানুষকে শেখায় । তারা গুরুর কাছে যাবে আর বলবে আমাদের কৃপা করো, আমাদের ক্ষমা করো, চরম দুর্দশা দূর করো । এখন তোমরা বাবার কাছে বসে আছ । বাবাকে স্মরণ করে বলতে পারো, বাবা এই পরিস্থিতিতে আমরা কী করতে পারি ? বাবা বোঝান, বাচ্চারা, ড্রামা অনুসারে সুখ-দুঃখ হয় । বাবার সাথে তোমাদের কম্যুনিয়ন । বাবা বলেন, বাচ্চারা, এটা তোমাদের কর্মভোগ । তোমাদের কর্মাতীত অবস্থা তৈরি করতে আমি এখন এসেছি । কর্মভোগ তোমাদের ভোগ করতেই হবে । আমি এখন তোমাদের অতি শ্রেষ্ঠ কর্ম শেখাবো । এই কম্যুনিয়ন (কথোপকথন) আত্মাদের সাথে পরমাত্মার । পরমাত্মা আত্মাদের সাথে বসে কম্যুনিয়ন করেন আর কোথাও পরমাত্মা আত্মাদের সাথে কম্যুনিয়ন (আলাপচারিতা) করবেন কিম্বা আত্মারা পরমাত্মার সাথে করবে এমন হতেই পারেনা । না তারা নিজেদের আত্মা বলে জ্ঞান করে আর না তারা পরমাত্মাকে জানে । তারা শুধু আজগুবি কথা বলে । তোমরা কখনও শুনেছ যে পরমাত্মা স্টার, তাঁর মধ্যে সারা অবিনাশী পার্ট নির্ধারিত হয়ে আছে ? কখনও এমন শুনেছ আগে ? তাদের কখনও কম্যুনিয়ন হয়না; তাদের কোনরকম কথাবার্তা হয়না । তারা শুধু ব্রহ্মাকে স্মরণ করে । ব্রহ্ম-র সাথে কথোপকথন হতে পারেনা । একমাত্র আত্মাদের মধ্যে কথোপকথন হতে পারে । তোমরা কিভাবে আকাশের সাথে কথাবার্তা বলবে ! আত্মারা, যারা মহতত্ত্বে থাকে, তারা এখানে নিজেদের পার্ট প্লে করতে আসে কিন্তু কিভাবে তারা নির্বাণধামের সাথে কম্যুনিয়ন করবে ! সেতো তত্ত্ব মাত্র, তাই না ! কম্যুনিয়ন হয় আত্মা এবং পরমাত্মার সাথে । আত্মাই বলে আর আত্মাই শোনে, এই সমস্ত অরগ্যান্স দ্বারা । আত্মা ছাড়া এই শরীর কিছু করতে পারেনা । আত্মাদের সাথে পরমাত্মার এই কম্যুনিয়ন একবারই হয় । যার মহিমা করা হয়ে থাকে - আত্মা এবং পরমাত্মা অনেকদিন যাবত্ আলাদা থেকেছে । কম্যুনিয়ন শুধু এখন হয়, আর কখনও হয়না । দেবতাদের কি কম্যুনিয়ন আছে ? এমনকি তাঁরা কখনও স্মরণ করেননা । এখন তোমরা বাচ্চারা জেনেছ যে, বাবার সাথেই তোমরা অর্থাত্ আত্মাদের কানেকশন । বাবাকেই সবাই স্মরণ করে "পতিত-পাবন এসো"। আত্মারা এই কথা পরমাত্মাকে বলে, যিনি এখন এই শরীরে (ব্রহ্মা তনে) প্রবেশ করেছেন । তাঁকে শান্তিদাতা বলা হয় । আমরা কিভাবে শান্তিধামে যেতে পারি ? বাবা বলেন, বাচ্চারা, তোমাদের সুখ শান্তির উত্তরাধিকার দিতে কল্পে কল্পে আমাকে আসতেই হয় । তারা স্মরণও করে তাঁকে, বলে -হে পতিতপাবন এসো ! বাবা এখানে বসে বাচ্চাদের বোঝান, বাচ্চারা, এখন আমার কাছে আসতে হবে । আত্মাদের ওপর অনেক পাপের বোঝা । এর জন্যে আত্মাদেরই ভোগ করতে হয় । তাদের শরীর ধারণ করিয়ে সাজা দেওয়া হয় । একমাত্র এইভাবেই তো আত্মাদের ফীল হবে, তাই না ! শরীরে আঘাত লাগলে আত্মারই দুঃখ অনুভব হয় । বলা হয়, পুণ্য আত্মা এবং পাপ আত্মা, কিন্তু মানুষের এই জ্ঞান নেই যে, তারা সকলেই আত্মা । সব আত্মাদের সাথে আত্মাদের কম্যুনিয়ন হয় । এই সমগ্র খেলা আত্মাই করে । আত্মা শরীরের সাথে বলে, আমার সাত সন্তান । পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার । তিনি বলেন, আমি এই শরীরে এসেছি । আমার অনেক বাচ্চা । কত বাচ্চার তিনি দাদা হন ? হিসেব করতে হবে ! পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা দ্বারা মনুষ্য

সৃষ্টির রচনা করেন । আচ্ছা ব্রহ্মা কার বাচ্চা ? শিববাবার । বুদ্ধিতে এটা থাকে, পরমপিতা ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্টি রচনা করেন । ব্রহ্মা ক্রিয়েটর নন । একমাত্র নিরাকার পরমাত্মা শিবকে ক্রিয়েটর বলা যাবে । তিনি এসে প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা তোমাদের অ্যাডপ্ট করেন । তিনি তোমাদের "বাচ্চা বাচ্চা" বলতে থাকেন । একমাত্র তোমরাই এইসব বুঝতে পারো । তাও সবার বুদ্ধিতে একরকমভাবে বসেনা । একমাত্র বাবা উত্তরাধিকার দেন । তিনি তোমাদের উপযুক্ত বানান । বাবাকে স্মরণ করো, একেই ভারতের প্রাচীন যোগ বলা হয়ে থাকে, এর থেকেই বিকর্ম বিনাশ হবে । তারপর অন্ত মতি সো গতি হো জায়েগী অর্থাত্ তোমার অন্তিমের চিন্তা মতোই তোমার গতিপ্রাপ্ত হবে । স্মরণের দ্বারাই তোমরা রোগমুক্ত হবে এবং তোমাদের জীবৎকালও বেড়ে যাবে । পুরুষার্থের দ্বারা প্রারব্ধ লাভ হয়েছে । কেউ জানেনা তারা কিভাবে সত্যযুগের মালিক হয়েছে । মহিমা গাওয়া হয়, কিন্তু কেউই এর অর্থ কিছু বোঝেনা । তারা কত পূজা করে, তীর্থযাত্রায় যায় ! এখানে পরিপূর্ণ শান্তি । বাবা জ্ঞানের সাগর হওয়া সত্ত্বেও তিনি বলেন, এটা শুধু এক সেকেণ্ডের ব্যাপার ! কেবল আমাকে স্মরণ করো, সম্পত্তির উত্তরাধিকার তোমাদেরই । মনমনাভব, মধ্যাজীভব । বাকি, ডিটেলে বোঝার । তাও কত লম্বা সময় ধরে বাবা তোমাদের সেইসব বোঝাচ্ছেন । মানুষের দ্বারা কত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হতে থাকে । তারা রিলিজিয়াস কনফারেন্স এবং যোগ কনফারেন্সের অনুষ্ঠান করে । সেসবই নিষ্প্রয়োজন । সেকেণ্ডে জীবনমুক্তি এক বাবাই দেন । যখন আত্মাদের সাথে পরমাত্মার কনফারেন্স হয় তখন পরমাত্মার থেকে মুক্তির প্রাপ্তি হয় । গাওয়া হয়ে থাকে - 'আত্মা পরমাত্মা থেকেছে আলাদা বহুকাল..সুন্দর মেলা হয়েছে রচিত যখন পেয়েছে সৎগুরু, দালাল' । বাবা এসে নতুন দুনিয়া রচনা করেন, আমাদের সুযোগ্য বানান । এটাই হলো নাম্বার ওয়ান কনফারেন্স । একে কুম্ভমেলা বলা হয় । কুম্ভ সঙ্গমকে নির্দিষ্ট করে । সঙ্গমযুগের এই মেলা ফার্স্টক্লাস কনফারেন্স, যেখানে পরমাত্মা এসে তোমরা অর্থাত্ আত্মাদের সাথে মিলিত হন । এক সেকেণ্ডে তোমরা জীবনমুক্তি লাভ করো । এরপরে কোনো কনফারেন্স যজ্ঞ তপ ইত্যাদি কিছু হয়না, সব শেষ হয়ে আসে । তোমরা অর্থাত্ আত্মাদের সাথে পরমাত্মার কনফারেন্স নাম্বার ওয়ান কনফারেন্স । আত্মা যখন জীবদেহ ধারণ করে তখন জীবাত্মা হয় । বাবা বলেন, আমি যদি এই দেহে (ব্রহ্মাতনে) না আসি তবে নিজের পরিচয় কিভাবে দেব ? আর কিভাবেই বা আমি তোমাদের ত্রিকালদর্শী বা স্ব-দর্শন চক্রধারী বানাবো ? তোমরা বলো - আমরা স্ব-দর্শন চক্রধারী হয়েছি । মানুষ এইসব বোঝেনা । তারা কৃষ্ণকে যেমন চক্র দিয়েছে বিষ্ণুকেও দিয়েছে । গীতায় কৃষ্ণের নাম দিয়েছে । নয়তো, চক্রের কোনো প্রশ্নই নেই । বাবা এখানে বসে তোমাদের আদি-মধ্য -অন্তের রহস্য বোঝান । এই কনফারেন্স কত ফার্স্টক্লাস ! অন্য যেসব কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় সেগুলো ওয়েস্ট অফ টাইম । সবচেয়ে ভালো কনফারেন্স এটাই, জীবাত্মাদের সাথে পরমাত্মার । জীব আত্মা পরমাত্মাকে স্মরণ করে । সুতরাং তিনি জীবদেহের মধ্যেই নিশ্চয় আসবেন । তানাহলে, বলবেন কি করে ! এই কনফারেন্স সবচেয়ে ভালো, যেখানে পরমপিতা পরমাত্মা এসে সবাইকে সদগতি দেন । পতিত আত্মাদের সাথে নিশ্চয়ই পতিত-পাবনেরই কনফারেন্স হবে, কারণ তবেই তারা পবিত্র হতে পারবে । এইসব কথা কত সহজবোধ্য । সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যোগ হলো আত্মা-পরমাত্মার সাথ এবং তাও পরমাত্মা এসে শেখান, অবিরত আমাকে স্মরণ করো ! হে জীবাত্মারা! আমার সাথে যোগ লাগাও, তোমাদের পারলৌকিক বাবার সাথে, তাহলে তোমাদের সব বিকর্ম বিনাশ হবে । যখন সব আত্মারা পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়, তখন তিনি নিশ্চয়ই আসেন উত্তরাধিকার দিতে । সবার সদগতি দাতা, জীবনমুক্তি দাতা বাবাই । এই কথা অন্য কেউ তোমাদের বলতে পারেনা । যখন তোমরা কাউকে এই কথা শুনাবে তখন তারা বলবে, এইরকম কথা তো আগে কখনও শুনিনি । তোমরা খুব স্পষ্টভাবে বুঝিয়েছ । এইসব কথা শাস্ত্রেও নেই । কিন্তু শাস্ত্রে কিভাবে আসবে ? বাবা বলেন, তোমরা সেকেণ্ডে

জীবনমুক্তির লাভ করো । শাস্ত্র থেকে তারা কি শিখতে পারবে ? বাবা কালেরও কাল ; তিনি বাচ্চাদের তাঁর সাথে ফিরিয়ে নিয়ে যান । তিনি অবশ্যই আসবেন, তবেই তো তিনি তোমাদের পবিত্র বানিয়ে তাঁর সাথে নিয়ে যাবেন ! তিনি তোমাদের পবিত্র বানাচ্ছেন । সত্যযুগে সবাই পবিত্র । তিনি অবশ্যই সঙ্গমযুগে আসেন তোমাদের পবিত্র বানাতে । তোমরা বাচ্চারা জানো, এখন কল্পের এটা সঙ্গমযুগ । বাবা এসেছেন তোমাদেরকে তাঁর সাথে কম্যুনিয়ন(যোগ) করাতে । তিনি বলেন, আমি ব্রহ্মার সাধারণ তনে আসি । এই দাদা ব্রহ্মা ছিলেন না । বাস্তবে, তিনি আসলে অগ্রণী ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি সবকিছু ত্যাগ করে দিয়েছিলেন । এখন ব্রহ্মার দ্বারা রচনা সৃষ্টি করতে হবে, সুতরাং ব্রহ্মার প্রয়োজন । বাবা নিজে বলেন, আমি ব্রহ্মাতনে আসি । যিনি নাম্বারওয়ান পবিত্র থেকে নাম্বার ওয়ান অপবিত্র হয়েছেন, কিন্তু তিনি পুরো ৮৪ জন্ম নেওয়ার পর ফরিস্তা হন । তোমাদের ক্ষেত্রেও একই জিনিস প্রযোজ্য । ব্রাহ্মণ পরে দেবতা হয় । যারা অনেক বেশী পুরুষার্থ করে তারা উঁচু পদ লাভ করে । তোমরা সবাই কল্যাণকারী, তাই না ! শুধু বাবা একাই কল্যাণ করেন, তা' নয় । অনেক ঈশ্বরীয় মদদগার প্রয়োজন । তোমরা অন্ গডফাদারলি সার্ভিসে আছ । ইংরাজী শব্দ খুব ভালো । যদিও তারা হেভেনে যায়না, তারা গায় - হেভেনলি গডফাদার স্বর্গের স্থাপনা করেন । মুসলমান বহিস্ত বলে, তারা কিন্তু বহিস্তে যায়না । এইসবই বুদ্ধির ব্যাপার । ভারত স্বর্গ ছিলো, এখন নরক । বাবা ব্যতীত হেভেন স্থাপনা অন্য কেউ করতে পারেনা । যখন হেল সমাপ্ত হয়ে আসে একমাত্র তখনই বাবা এসে আমাদের হেভেনে নিয়ে যান । আমাদের হেভেনের মালিক বানানোর জন্যে বাবাকে হেল-এ আসতেই হয় । এখন তোমরা নরক এবং স্বর্গের মাঝে বসে আছ । তোমরা ছাড়া বাকি সবাই নরকে । একমাত্র তোমরা বাচ্চারা তোমাদের পুরুষার্থ দ্বারা স্বর্গে যাও, এইজন্যে তোমাদের খুব খুশি হওয়া উচিত্ । আচ্ছা ।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) এক বাবার সাথেই প্রকৃত কম্যুনিয়ন (যোগ) রাখতে হবে । বাবার সাথে মন খুলে অন্তরঙ্গভাবে আলাপচারিতা করতে হবে । বাবার সামনে নিজের অনুরোধ রাখবে, অন্য কোনো দেহধারীর কাছে নয় ।

২) ঈশ্বরীয় মদদগার হয়ে সবাইকে স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা দেখাতে হবে । সবার কল্যাণকারী হতে হবে ।

বরদানঃ- সর্বশক্তির অনুভব করতে করতে সঠিক সময়ে সিদ্ধি প্রাপ্ত করে নিশ্চিত বিজয়ী ভব

সর্বশক্তিতে সম্পন্ন নিশ্চয়বুদ্ধি বাচ্চাদের বিজয় নিশ্চিত । যেমন কারও কাছে ধনের শক্তি, বুদ্ধি বা সম্পর্ক-সম্বন্ধের শক্তি থাকলে, তাদের এই নিশ্চয় থাকে যে, সেটা কোনো বড় ব্যাপার নয় । তোমাদের সর্বশক্তি আছে । সবচেয়ে বড় ধন, অবিনাশী ধন সদা তোমাদের সাথে আছে । সুতরাং, তোমাদের ধনেরও শক্তি, বুদ্ধি এবং পজিশনের শক্তিও আছে, শুধু সঠিক সময়ে নিজের জন্যে ইউজ করো তবে সময় মতো অভীষ্ট লাভ করতে পারবে ।

স্লোগানঃ- ব্যর্থ দেখা বা যে কোনো কিছু শোনার বোঝা সমাপ্ত করাই ডাবল লাইট হওয়া ।